বাঁকুড়ার ঘোড়া

শান্তি সিংহ

বাঁকুড়ার ঘোড়া আজ ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়েছে
উৎকর্ণ স্বভাবে
শিল্পের মহিমা
মুখের লাগামে প্রতিবাদ
পায়ের তলায় বিদ্যুৎ

লালমাটির দেশ থেকে
কলকাতা-দিল্লি-মুম্বাই পেরিয়ে
আরও দূরে
ভল্‌গা-রাইন-অ্যাভন কিংবা মিচিগান অঞ্চলে
বহুতলা বাড়িতে লাফিয়ে ওঠে
কিলিমাঞ্জারো শৃঙ্গ ডিঙিয়ে
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের নাকাল করে—
তার হ্রেষায় জাগে শহিদ বেঞ্জামিন বা নেলসান মান্ডেলার গান!
আবার, আমাজনের অরণ্য পেরিয়ে
প্যারিসের ল্যুভ্‌র্ ছুঁয়ে
বার্চ-পাইনের জঙ্গলে
মহীনের ঘোড়া হয়ে
নীরব নীলাভ জ্যোৎস্নায়
কলোরাডোর পাথুরে প্রান্তরে ছোটে
কিংবা, প্রেইরির ঘাস খায় রোজ—

লোকায়ত ভাবনায় যামিনী-রামকিঙ্করের করে নাকি খোঁজ

কথা কলি

সন্তোষ কুমার মাজী

নিসর্গে ছড়িয়ে থাকে কথাকলি, শব্দের রাগিনী
না-বলা অনেক কথা নিয়ে কবিতার জন্ম হয়
জন্ম নেয় অনুভূতিমালা নাভিকুন্ডে উদগত বৈভব

সারাটা শরীর, মন দুলে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত মহিমায়
সারাটা শরীর, মন দুলে উঠে সাংকেতিক অনুভবে
সারাটা শরীর, মন দুলে উঠে পরকীয়া প্রেমে

নিসর্গে ছড়িয়ে থাকে মেঘমালা, মেঘে ভাসে ভেলা
সবুজ পৃথিবী জুড়ে জায়মান সুচারু উৎসব

ইথার তরঙ্গে ভাসে কত ভাব, ভাবাবেগ, স্মৃতিস্বপ্নমালা;
নিসর্গে ছড়িয়ে থাকে কলাকলি, শব্দের রাগিনী

ক বি তা

অনিমেষ বসু

যখন আসে স্রোতের মতো আসে
কখনো আবার দারুণ অভিমানী,—
কখনো থাকে বুকের ভীষণ কাছে
কখনো সে নয় সহজ-সন্ধানী।

কণা কথা

সুজিত সরকার

১. পিঁপড়ে জানে না
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে
বিশতলা বাড়ির ছাতে!
২. পশুপাখি পোশাক পরে না—
মোটর বাইকে চেপে যুবকটি ভাবে।
এই ঠিক আমি।
৩. কতো মুরগির জন্ম হয় না!
তবুও যাদের জন্ম হয়,
স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না!
৪. মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গুলিবিদ্ধ পাখি
—এই দৃশ্য
খাঁচার ভিতর থেকে দেখে অন্য পাখি।
৫. দেখতে হবহু এক,
অথচ পা গলাতেই বুঝি
এ চটি আমার নয়।
৬. জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে বিছানায়—
টিউবের সাদা আলো
নিভে গেলে বোঝা যায়
৭. নদীর ভিতরে নেমে গেল
গামছাও
অতিরিক্ত মনে হয়।
৮. ক্ষণজীবী পতঙ্গেরা
কী ভীষণ বাঁচে।
ওদের বার্ধক্য নেই।
৯. হাজার হাজার পাতা, তবু
একটি পাতাও যদি ঝরে
গাছ ঠিক টের পায়।